গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণার সারসংক্ষেপ (Abstract)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম (Title of the Research Work):

শম্ভু মিত্র : জীবন ও নাট্যচর্চা

২। উপস্থাপিত গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্তসার (Summary of the Proposed Research Work:

এক অভিন্ন নাট্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন শম্ভু মিত্র। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পথ চলে তিনি নাট্যের পথটি পরিপাটি ও প্রচ্ছন্ন করে তুলতে চেয়েছেন। সারা জীবনের কাজে তিনি নাট্যদর্শকদের জন্য আবেগের কাব্য, মানুষের নিঃসঙ্গতার কাব্য, ভালোবাসার কাব্য রচনা করে গেছেন। সাধারণ মানুষ দেখেছেন দুটি সত্তার অভিক্ষেপ তাঁর নির্মিত নাটকের মধ্যে। এক সত্তা অভিনেতার, আর এক সত্তা নির্দেশকের নির্দেশনা। শুধু নাট্য নির্মাণেই নয় সংগঠনেও। তাঁর প্রযোজনার সমগ্র কর্মে এই দুই সত্তার ভারসাম্য বজায় রাখার লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন দর্শক ও পাঠকেরা।

‘গণনাট্য সংঘ’ পরিচালিত ‘ল্যাবরেটরি’, ‘জবানবন্দী’, ‘নবান্ন’ নাটকের প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ নিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। এখান থেকেই অভিনয় ও প্রযোজনায় তাঁর দক্ষতা স্বীকৃত হয়। কয়েকবছর বাদে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভু মিত্র ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘অশোক মজুমদার ও নাট্য সম্প্রদায়’। পরবর্তীকালে এই নাট্য সম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘বহুরূপী নাট্যসংস্থা’তে। শম্ভু মিত্রের কৃতিত্বে ও বহুরূপীর উপস্থাপনায় বাংলা নাটকের ইতিহাসে সূচিত হল এক স্মরণীয় পর্ব।

‘বহুরূপীর’ নাট্যদল ও প্রযোজনার রীতি, গণনাট্য সঙ্ঘের পথে অগ্রসর হয়নি বলে শম্ভু মিত্র সমালোচিত হলেও তার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাটক উপস্থাপনা ও নির্দেশনায় তিনি এক অমূল্য স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্রনাটকও যে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে পারে তা শম্ভু মিত্রের আগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দর্শক সেভাবে বুঝতে পারেনি। রবীন্দ্রনাটকের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক পরিচিতির মূলে তাঁর অবদান বিস্মৃত হবার নয়। এছাড়াও অন্য ধরণের নাটক—‘পুতুল খেলা’, ‘দশচক্র’, ‘রাজা অয়দিপাউস’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘পাগলা ঘোড়া’ প্রভৃতি তাঁর সমৃদ্ধ প্রযোজনার নিদর্শন।

বাংলা নাটক নির্দেশনায় কৃতিত্ব, নাট্যভিনয়ে পারদর্শিতা, নাটক রচয়িতা ও বাংলা নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে তাঁর অবদানের কথা স্মরণে রেখে তাঁর নাট্যশৈলীর বিশ্লেষণ ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই আমাদের এই গবেষণা কর্মের লক্ষ্য।

৩। অধ্যায় বিভাজন (Chapterisation):

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : শম্ভু মিত্র : সমকাল ও নাট্যকারের জীবনকথা

দ্বিতীয় অধ্যায় : নাট্যকার শম্ভু মিত্র

তৃতীয় অধ্যায় : প্রযোজক ও নির্দেশক রূপে শম্ভু মিত্র

চতুর্থ অধ্যায় : বহুরূপীর আত্মপ্রত্যয়ী কর্ণধার : শম্ভু মিত্র

পঞ্চম অধ্যায় : অভিনেতা শম্ভু মিত্র

ষষ্ঠ অধ্যায় : নাট্যবিশ্লেষক ও প্রাবন্ধিক : শম্ভু মিত্র

সপ্তম অধ্যায় : সাহিত্যের পটুয়া শম্ভু মিত্র : রূপ ও রীতি

উপসংহার

পরিশিষ্ট : চিত্রসূচী

গ্রন্থপঞ্জী

ভূমিকা

ভারতবর্ষের রাজ্যনীতি, সমাজনীতি, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এসব নিয়ে শম্ভু মিত্র সবসময় চিন্তিত ছিলেন। সেই সঙ্গে মানব সভ্যতার লোলুপ কামনা এবং প্রকৃতির ভারসাম্য নিয়েও তিনি ভাবিত ছিলেন। তাই এই গবেষণা কর্মে তাঁর নাটক ও জীবন বিশ্লেষণকে সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে।

নট, নাট্যকার ও নাট্যবিশ্লেষক প্রাবন্ধিক হিসাবে শম্ভু মিত্র খ্যাতির শীর্ষ দেশে পৌঁছেছেন। সৃজনশীল এই নাট্যকার স্বপ্নে ও সত্যে, বাস্তবে ও কল্পনার নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে যথার্থভাবে বাঁচবার ঠিকানা খুঁজেছেন। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে জীবনকে নানাভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বহুরূপী থিয়েটারের সঙ্গে জীবনের শেষদিকে সৌজন্যের সম্পর্ক টুকু পর্যন্ত ছিল না। অবশ্য মৃত্যুর পর সকলে তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। জীবনের জটিলতা আর রহস্যের গভীরতার যা কিছু পরিচয় পেয়েছেন, তাই দিয়েই তিনি তাঁর নাট্যসম্ভার তথা শিল্প সম্ভার সাজিয়েছেন। আলোচ্য গবেষণাকর্মে তাঁর জীবন কথা, নাট্যরচনা, প্রযোজনা, প্রবন্ধ রচনা, অভিনয় কুশলতা সর্বোপরি শিল্পরীতির উৎকর্ষতার সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

<u>প্রথম অধ্যায়</u>

শম্ভু মিত্র : সমকাল ও নাট্যকারের জীবনকথা

নট ও নাট্যকার শম্ভু মিত্র প্রায় পঁচিশ বছর ধরে নাটক রচনা করেছেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'উলুখাগড়া' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪২ খ্রী.। এরপর তিনি পূর্ণাঙ্গ নাটক একাঙ্ক নাটক ও নাট্যরূপ মিলিয়ে বারোটি নাটক রচনা করেছেন। নাট্য-শৈলীর দিক দিয়ে তিনি তাঁর পূর্বতন নাট্যকারদের থেকে বাংলা নাটককে ভিন্ন পথে চালিত করেছেন। সেই সঙ্গে বাংলা নাট্য সাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি আসন তৈরী করে নিতে পেরেছেন।

মধ্যবিত্তের সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাজন, বাস্তুহারাদের আগমন, মন্বন্তর, গণবিপ্লবের তীব্রতা, সাম্যবাদী আন্দোলন প্রভৃতি আছড়ে পড়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে আমাদের সভ্যতার উপর। নাটকেও ঐ যুগপযোগী লক্ষণ ফুটে ওঠে। নাট্যকাররাও পুরোনো বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করে সমসময়বর্তী বিষয়গুলিকে আকড়ে ধরে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। এরপর কিছুদিন পরেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধকালীন ধ্বংসস্তুপ থেকে 'ফিনিক্স পাখীর মত' জন্ম নেয় নাট্যকারের দল—শিশির কুমার ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অহীন্দ্র কুমার চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব।

শরৎ কুমার মিত্রের ঔরসে শতদলবাসিনীর গর্ভে ১৯১৫ খ্রী: ২২শে আগষ্ট, দক্ষিণ কোলকাতার ডোভার রোডের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন শম্ভু মিত্র। শম্ভু মিত্রের বাল্যশিক্ষা বালিগঞ্জ গর্ভমেন্ট স্কুলে। স্কুলের পড়াশোনা সমাপ্ত করে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের শিক্ষা প্রণালীতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আপন উদ্যোগে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খ্রী: পিতার অবসর প্রাপ্তির পর তাঁকে চলে আসতে হয় প্রথমে লক্ষ্ণৌ ও পরে এলাহাবাদে। সেখানে নিয়মিত শরীর চর্চা, কণ্ঠস্বর অভ্যাস, লাইব্রেরী ওয়ার্ক, আবৃতিচর্চা, সাহিত্যচর্চা, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান সাধনা ও চর্চা করতেন। এরপর নাট্যচর্চার আগ্রহী হয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯৩৯-৪০ খ্রী: নাগাদ রঙমহল থিয়েটারের যোগদানের মাধ্যমে তাঁর নাট্যচর্চার শুরু। এরপর একে একে তিনি মিনার্ভা ও নাট্য নিকেতনে অভিনয় করেন। নাট্যনিকেতন শ্রীরঙ্গমে রূপান্তরিত হলে সেখানে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তিনি শম্ভু মিত্রকে পরবর্তী নাট্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। এইসময় তিনি পরিচিত হন অহীন্দ্র চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, ভূমেন রায় প্রমুখ খ্যাতিমান সব নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে। ১৯৪৩ সনের মধ্যভাগ থেকে তিনি ক্রমশ যুক্ত হন ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে। ফলশ্রুতিতে বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন, সেহানবীশ প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৪৪ খ্রী: গণনাট্যের সঙ্ঘের উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্ম নির্দেশনায়

মঞ্চস্থ করেন ‘নবান্ন’। ১৯৪৫ খ্রী: ১০ই ডিসেম্বর অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৮ খ্রী: গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও আরো কয়েকজন মিলে ‘অশোক মজুমদার নাট্য সম্প্রদায়’ গড়ে তোলেন। এই নাট্য সম্প্রদায় থেকেই পরবর্তীতে গড়ে ওঠে বহুরূপী। এর পর দীর্ঘ তিন দশক ধরে বহু বিখ্যাত প্রযোজনার নির্দেশনা দিয়ে ও অভিনয় করে নাট্য ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধির আসনে বসিয়েছিলেন তিনি। অনেক হিন্দী, বাংলা এমনকি ইংরেজী চলচিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন। ‘সঙ্গীত নাটক অ্যাকাদেমী পুরস্কার’, ‘পদ্মভূষণ’, ‘ম্যাগসায় সায়’, ‘দেশিকোত্তম’ আরো অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। জীবনে অনেক বদনাম ও অবহেলাও তাঁর জুটেছে। শেষ জীবনে অভিনয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, কন্যার আশ্রয়ে আশ্রিত হয়েছেন। অবশেষে ১৯৯৭ খ্রী: ১৯শে মে কলকাতা-৫৩, ৬৫/২১ জ্যোতিষ রায় রোডের কন্যা শাঁওলি মিত্রের গৃহে দেহত্যাগ করেন।

<u>দ্বিতীয় অধ্যায়</u>

নাট্যকার শম্ভু মিত্র

উদাসীন নির্লিপ্ত, জীবনরসিক প্রবাদ প্রতিম নাট্যশিল্পী শম্ভু মিত্র অসাধারণ শিল্পবোধের জন্য অগণিত মানুষের মনের মনিকোঠায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। নাট্যজগতে তিনি এক বিরল ব্যক্তিতের অধিকারী। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। নাট্যনির্দেশক, নট ছাড়াও নাট্যপত্রিকা সম্পাদক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, নাট্যবিশ্লেষক, প্রবন্ধকার, চল্লিশের দশকের নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লব আনেন।

শম্ভু মিত্রের নাট্যসম্ভার:

শম্ভু মিত্র রচিত নাটকগুলিকে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

এক।। পূর্ণাঙ্গ নাটক:

ক. উলুখাগড়া (রচনাকাল ১৯৪২ খ্রী:, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৬ খ্রী:)

খ. বিভাব (রচনাকাল ১৯৫০ খ্রী:, প্রকাশকাল ১৯৫৬)

গ. কাঞ্চন রঙ্গ (রচনাকাল ১৯৬০ খ্রী:, প্রকাশকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ)

ঘ. ঘূর্নি (রচনাকাল ১৯৫০ খ্রী:, প্রকাশকাল ১৯৬৫ খ্রী:)

ঙ. চাঁদ বণিকের পালা (প্রকাশকাল মাঘ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)

দুই।। একাঙ্ক নাটক:

ক. একটি দৃশ্য (রচনাকাল ১৯৪২-৪৩ খ্রী:)

খ. গর্ভবতী বর্তমান (রচনাকাল ১৯৬৩ খ্রী:)

গ. অতুলনীয় সম্বাদ (রচনাকাল ১৯৬৫ খ্রী:)

তিন।। নাট্যরূপঃ

ক. চার অধ্যায়

খ. স্বপ্ন

গ. পুতুল খেলা

ঘ. রাজা অয়দিপাউস

ঙ. রক্তকরবী

চ. দশচক্র

তৃতীয় অধ্যায়

প্রযোজক ও নির্দেশক রূপে শম্ভু মিত্র

শম্ভু মিত্র নিজে প্রায় পঁচিশটি নাটক অভিনয়ে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর নির্দেশিত বেশিরভাগ নাটক বহুরূপীর প্রযোজনায় অভিনীত। বহুরূপীর প্রযোজনায় অভিনীত নাটক নির্দেশক হিসাবে তাঁকে খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি নির্দেশক হলেও বহুরূপীতে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রযোজকের ন্যায়। তবে শুধু 'বহুরূপী' নয় 'রঙ্গমহল মঞ্চ', 'রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট', 'নিউ এম্পায়ার', 'শ্রীরঙ্গম', 'সেন্ট টমাস হল', 'সুধাংশু গুপ্তের বাড়ি', 'মহাজাতি সদন', 'বিশ্বরূপা থিয়েটার', 'আই ফ্যাকস হল' (দিল্লী), 'কলামন্দির', 'একাডেমি অফ ফাইন আর্টস' প্রভৃতি স্থানে তাঁর নির্দেশনায় বহু নাটক সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় ও প্রযোজনা করে 'বহুরূপী' বাংলা রঙ্গমঞ্চের গৌরব বাড়িয়েছে। সেই অভিনয় ও প্রযোজনার মন্ত্র নিতান্তই শম্ভু মিত্রের শিল্প জিজ্ঞাসা জাত। শম্ভু মিত্র নির্দেশিত নাটকগুলি হল—'চার অধ্যায়' (প্রথম অভিনয়—২১শে আগষ্ট, ১৯৫১ খ্রী:), 'রক্তকরবী' (প্রথম অভিনয়—১০ই মে, ১৯৫৪ খ্রী:), 'বিসর্জন' (প্রথম অভিনয়—১১ই নভেম্বর, ১৯৬১ খ্রী:) , 'রাজা' (প্রথম অভিনয়—১৩ই জুন, ১৯৬৪ খ্রী:) প্রভৃতি। 'চার অধ্যায়' শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভাবা যায়নি এই নাটকটিকে নাট্যরূপ দেওয়া সম্ভব। মঞ্চ পরিকল্পনা, আবহসৃষ্টি এবং সংলাপ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেই অসম্ভবের শিল্পরূপ স্পষ্ট হয়েছে। 'রক্তকরবী'-কে কবি প্রাণদান করেছেন। কিন্তু 'রক্তকরবী' জীবন্ত হয়ে উঠেছে শ্রী মিত্রের নির্দেশনায়। রবীন্দ্রনাটক ছাড়াও আরও বেশ কিছু নাটকের নির্দেশনায় শম্ভু মিত্র শৈল্পিক কুশলতার নিদর্শন রেখেছেন। সেই সমস্ত নাটকগুলি হল—'ধর্মঘট', 'স্বপ্ন' (একাঙ্ক), 'এই তো দুনিয়া' (একাঙ্ক), 'সেইদিন বঙ্গলক্ষী ব্যাঙ্কে', 'পুতুল খেলা', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'রাজা অয়দিপাউস', 'বাকি ইতিহাস', 'চোপ আদালত চলছে' প্রভৃতি। এই অধ্যায়ে প্রযোজক ও নির্দেশক রূপে তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বহুরূপীর আত্মপ্রত্যয়ী কর্ণধার : শম্ভু মিত্র

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রেরণায় 'গণনাট্য সংঘ' থেকে বেরিয়ে আসা দল নিয়ে গঠিত 'অশোক মজুমদার নাট্য সম্প্রদায়' পরবর্তীকালে ১৯৫০ খ্রী: ১লা মে নাম পরিবর্তিত করে হয় 'বহুরূপী'। এই নাট্য সম্প্রদায়ের পরিচালক হলেন শম্ভু মিত্র এবং তাঁর সহকারী পরিচালক হলেন কলিম শরাফি। শম্ভু ও শরাফি সাহেবের সহকর্মী হলেন অশোক মজুমদার, অমর গঙ্গোপাধ্যায় ও মহম্মদ জ্যাকেরিয়া। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন যে সমস্ত নাট্যব্যক্তিত্ব তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— সত্যজীবন ভট্টাচার্য, জলদ চট্টোপাধ্যায়, শোভন মজুমদার, অরীন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মুক্তি গোস্বামী, ঋত্বিক ঘটক, ললিতা বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, কালি সরকার প্রমুখ। পরবর্তীতে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন আরো কিছু নাট্যব্যক্তিত্ব যেমন—স্মৃতি ও গীতা ভাদুড়ী, সবিতাব্রত দত্ত, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, কুমার রায় প্রমুখ। সভাপতি নিযুক্ত হন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী সমার্থক হয়ে পড়ে।

বহুরূপী থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় শম্ভু মিত্রের 'উলুখাগড়া' নাটক দিয়ে। ১৯৪৮ খ্রী: থেকে ১৯৭১ খ্রী: পর্যন্ত 'বহুরূপী' থিয়েটারে তাঁর নির্দেশিত প্রায় সবকটি নাটকেই তিনি অভিনয় করেছেন এবং দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। শম্ভু মিত্র বহুরূপীর প্রতিষ্ঠাতা, কর্ণধার, যার চিন্তা, যার কর্ম, যার পরামর্শই বহুরূপীর সর্বশেষ কথা ছিল সেই বহুরূপীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের জীবনের শেষ ৩০টি বছর নিতান্ত সৌজন্যের সম্পর্কটুকুও ছিল না, তা সত্ত্বেও বহুরূপীর সদস্যরা তাঁকে চিরদিনই গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। কেননা ৮২ বছর বয়সে যখন তাঁর প্রয়াণ হল, তখন বহুরূপীর পক্ষ থেকে ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রেক্ষাগৃহে এক অভিনব 'তর্পণ অনুষ্ঠান' আয়োজিত হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিনেতা শম্ভু মিত্র

ছোটবেলা থেকেই শম্ভু মিত্রের ছিল অভিনয়ের প্রতি বিপুল আগ্রহ। রঙমহল থিয়েটারে (৯/৯/১৯৬৯ খ্রী:) বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। এরপর তিনি বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালারায়' ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'রত্নদীপ' (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পের নাট্যরূপ) নাটকের অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। 'রত্নদীপ' নাটকে মুখুজ্জের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। এরপর তিনি 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ যোগ দিলেন। এখানে তিনি 'জয়ন্তী' নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। সেখানে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ অপমান করায় তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ 'মির্নাভা থিয়েটার' ত্যাগ করেন এবং যোগ দেন 'নাট্য নিকেতন মঞ্চ'-এ সেখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' নাটক অভিনয় করেন। 'কালিন্দী' নাটকে মি: মুখার্জী চরিত্রে তাঁর অভিনয় অভিনন্দিত হয়েছিল।

নাট্য নিকেতন কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে শিশির কুমার ভাদুড়ী শ্রীরঙ্গম থিয়েটার খুললে সেখানে তিনি উদ্বোধন রজনীতে তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ' নাটকে নাট্যকারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর তিনি এই থিয়েটারে 'সীতা', 'উড়োচিঠি' ও 'আলমগীর' নাটকে অভিনয় করেন। এরপর তিনি কালিপ্রসাদ ঘোষের ভ্রাম্যমান নাট্যদলে অভিনেতা হিসাবে যোগ দেন। সেখানে অল্প কিছুদিন অভিনয় করার পর 'গণনাট্য সংঘের' প্রযোজনায় 'নবান্ন' নাটকে দয়াল ও টাউটের ভূমিকায় অভিনয় করেন পরে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' গঠিত হলে সেখানে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'আগুন' ও বিনয় ভট্টাচার্যের লেখা 'ল্যাবরেটরী' নাটকে অভিনয় করেন। এরপর বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'-তে রমজানের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর পর এই নাটকটি 'অন্তিম অভিলাষ' নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অভিনীত হলে তিনি সেখানে অভিনয় করেন।

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রেরণায় গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসা দল নিয়ে গঠিত হয় অশোক মজুমদার ও নাট্য সম্প্রদায়। এই নাট্য দলের নাম পরিবর্তন করে বহুরূপী হলে সেখানে 'উলুখাগড়া' নাটকে বিনোদ চরিত্রে অভিনয় করেন। 'বহুরূপীতে' 'ছেড়াতাঁর' নাটকে রহিমুদ্দি চরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। এরপর একের পর এক তিনি বহুরূপীতে 'বিভাব', 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র' এবং 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'পুতুল খেলা', 'মুক্তধারা', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'বিসর্জন' 'রাজা অয়দিপাউস', 'রাজা' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৭৮ খ্রী: দল পরিচালনার ক্ষেত্রে সংঘাত সৃষ্টি হলে তিনি চিরকালের মত বহুরূপী ত্যাগ করেন। বহুরূপী ছাড়াও 'বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'তে ক্যালকাটা রেপার্টরীতে নান্দীকার প্রযোজনায় তিনি বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেন।

নাটকের অভিনয়ের পাশাপাশি শম্ভু মিত্র চলচিত্র অভিনেতা হিসাবেও খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছেছিলেন। হিন্দি বাংলা ইংরেজী ও মারাঠী চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। প্রায় কুড়িটি বাংলা সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। দুটি হিন্দী ও দুটি ইংরেজী সিনেমাতেও তিনি অভিনয় করেছেন। নির্দেশক শম্ভু মিত্রের মতই অভিনেতা শম্ভু মিত্র বাংলা থিয়েটারের নবসৃষ্টি যজ্ঞে শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক। এই অধ্যায়ে এই সমস্ত আলোচনাগুলিকেই বিস্তারিত রূপ দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাট্যবিশ্লেষক ও প্রাবন্ধিক : শম্ভু মিত্র

শম্ভু মিত্র শুধু নাট্যকার, নট, নাট্য পরিচালক চলচ্চিত্রাভিনেতাই নন, একজন নাট্যবিষয়ক প্রাবন্ধিক ও বাংলা নাট্যক্ষেত্রে তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান রচনা করেছিলেন। তিনি বাংলা নাট্য জগৎ ও নাট্যব্যক্তিত্ব বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন তা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী সৃষ্টি। তাঁর রচিত নাট্য জগৎ ও নাট্যব্যক্তিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল—

এক. অভিনয় নাটক মঞ্চ (১৯৫৭ খ্রী:)

দুই. সম্মার্গ সপর্যা (১৯৯০ খ্রী: দ্বিতীয় সংস্করণ)

তিন. কাকে বলে নাট্য কলা (১৯৯১ খ্রী:)

এই অধ্যায়ে এই গ্রন্থগুলির অন্তর্গত প্রবন্ধগুলিকে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যদিয়ে আমরা নাট্য নির্দেশক, নাট্য সম্পাদক, নাট্য সংগঠক, নাট্য ইতিহাসবিদ রূপে শম্ভু মিত্রকে চিনতে পারি।

সপ্তম অধ্যায়

সাহিত্যের পটুয়া শম্ভু মিত্র : রূপ ও রীতি

নবনাট্যধারার ইতিহাসের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছেন শম্ভু মিত্র। তিনি একই সঙ্গে নট, নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্য পত্রিকার সম্পাদক, নির্দেশক, নাট্য বিশ্লেষক প্রবন্ধকার, বহুরূপীর সৃষ্টিকর্তা ও প্রাণপুরুষ। বহুরূপীর সূচনাকাল থেকে প্রায় তিন দশক ধরে ২৩টি নাটকের নির্দেশনা করেছেন রবীন্দ্র নাটককেও তিনি মঞ্চসফল করে তুলেছেন আপন কৃতিত্বে। তিনি পাঁচখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক, একখানি একাঙ্ক নাটক ও চারখানি গ্রন্থের নাট্যরূপ দিয়েছেন। এছাড়াও তিন পাঁচখানি নাট্যজগৎ ও নাট্যব্যক্তিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আমরা তাঁর রচিত শিল্পকর্মগুলির রূপ ও রীতি বিষয়ে এই অধ্যায়ে সম্যক আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি।

আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে তার রচিত নাটকের গঠন, সংলাপ, উপমা চিত্রকল্পের ব্যবহার, স্বাতন্ত্র্য, মঞ্চসজ্জা, আলোক সজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ, অভিনয় রীতি, নির্দেশনা, বাচনভঙ্গী প্রভৃতি।

উপসংহার

বাংলা নব নাট্য আন্দোলনের তিন দিশারী—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র এঁরা তিনজনই প্রয়াত হয়েছেন। রেখে গেছেন তাঁদের শিল্পকীর্তি ও অভিনয় নৈপুণ্যকে। বিশেষ করে শম্ভু মিত্রের জীবনদর্শন ও শিল্পদর্শনকে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। তিনি যে নাট্যশিল্পে নতুন যুগ নিয়ে এসেছিলেন, তা এই অনুকরণের যুগে নতুন করে ভাবতে হবে। আমাদের গবেষণায় আমরা সেই ভাবনায় ব্রতী।

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

এখানে শম্ভু মিত্রের পারিবারিক অ্যালবাম, বিভিন্ন নাটকের ও সিনেমায় অভিনয়ের চিত্র, সহকর্মীদের ও তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের প্রচ্ছদ পট সংযোজিত হয়েছে।